দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... 2 ...

কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

নৈতিক স্খলনের অভিযোগে বহিষ্কৃত শিক্ষক পুনর্বহাল

■ ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

দেশের একমাত্র সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক স্খলনের অভিযোগে বাংলা বিভাগের বহিষ্কৃত শিক্ষক প্রফেসর একেএম শামসুদ্দিন চৌধুরীকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ শিক্ষক স্বপদে যোগদান করার পর এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনেকের মাঝে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। শিক্ষকরা জানান, ২০১০ সালের ২২ জুলাই রাতে নারীঘটিত কেলেঙ্কারীর ঘটনা তদন্তে প্রফেসর একেএম শামসুদ্দিন চৌধুরী দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। এরপর অভিযুক্ত শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালতে দুটি মামলা দায়ের করেন। এর মধ্যে সম্প্রতি ভিসির সাথে সমঝোতায় তিনি একটি মামলা প্রত্যাহার করলেও আরো একটি মামলা এখনো আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। শিক্ষকদের অভিযোগ, আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি একটি মহলের কারসাজিতে শামসুদ্দিন চৌধুরীকে পুনর্বহাল করেছেন, যা আইনগতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ বলে মনে করেন অনেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাহাবুদ্দিন বাদল বলেন, ২২ জুলাই রাতের ঘটনায় দফায় দফায় ৪টি তদন্ত কমিটি গঠিত হলে প্রথম দুটি তদন্তে তিনি দোষী প্রমাণিত হন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কর্তৃক গঠিত দুটি তদন্ত কমিটি নৈতিক স্খলনের অভিযোগটি পাশ কাটালেও শামসুদ্দিন চৌধুরীর আচরণগত মারাত্মক সমস্যা আছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। কিন্তু সম্প্রতি ভিসি সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তকে পাশ কাটিয়ে নিজস্ব ক্ষমতাবলে শামসুদ্দিন চৌধুরীকে পুনর্বহাল করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আহম্মেদুল বারী জানান, আদালতে বিষয়টি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় শামসুদ্দিন চৌধুরীর পুনর্বহাল অবৈধ। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আমিনুল ইসলাম বলেন, বিভাগীয় তদন্তে নৈতিক স্খলনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। পরে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তক্রমে ভিসি বাংলা বিভাগের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন, ট্রেজারার, প্রক্টর, প্রক্টর বডি ও বিভাগীয় প্রধানদের সাথে আলোচনা করলে সবাই পুনর্বহালের পক্ষে মত দেন। সে কারণেই বহিষ্কৃত শিক্ষক শামসুদ্দিন চৌধুরীকে স্বপদে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহাবুবুর রহমান এবং আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ জাকির হোসাঈন বলেন, সিন্ডিকেট সভায় পুনর্বহালের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। তবে ভিসিকে বলা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী সভায় সিন্ডিকেটকে বিষয়টি অবহিত করতে। জাকির হোসাঈন আরো জানান, পরবর্তী সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হবে।